থার্ড ফ্রন্ট কি ফিরবে ?

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

থার্ড ফ্রন্ট কি ফিরছে ? এই ধারণাটা এখন বহন করছে কে ? কোন কোন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হচ্ছে? থার্ড ফ্রন্টের ধারণাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় ভূমিকা রয়েছে জনতা দল ইউনাইটেড ও সমাজবাদী পার্টির। কিন্তু দুজনেই অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। বিজেপির সঙ্গে জনতা দল ইউনাইটেড দীর্ঘদিনের জোট ভেঙে বেড়িয়ে গেছে। এবং লোকসভার আগে নিজেদের সমুহ বিপদের আঁচ পাচ্ছে। বিহারেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে তারা। নেতৃত্ব একটা ছোট ঝুঁকি নিয়েছে। তারা মনে করেছে লালুপ্রসাদ যাদব জেলেই থাকবেন এবং সংখ্যালঘু ভোটব্যঙ্ক তখন তাদের দিকে ঘুরে যাবে। কিন্তু লালুপ্রসাদের জামিন জেডিইউ এর সেই অঙ্কে জল ঢেলে দিয়েছে। ইউপিএ ১ ও ইউপিএ ২ সরকারকে ক্ষমতায় রাখার ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশে বড় ভূমিকা নিয়েছে সমাজবাদী পার্টি। সমস্ত জটিল পরিস্থিতিতে তারা ইউপিএ সরকারের পাশে থেকেছে। এরই পুরস্কার হিসেবে সিবিআই কে কাজে লাগিয়ে সমাজবাদী পার্টির নেতা ও তাদের পরিবারের লোকজনের দুর্নীতি খাটো করে দেখানো হয়েছে। অকংগ্রেসী ভাবমূর্তি হিসেবে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরার ব্যাপারে সমাজবাদী পার্টির অসুবিধা রয়েছে। তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা সবসময়েই দুটো ভোটব্যাঙ্ক কেন্দ্রিক। যাদব আর মুসলিম ভোট। প্রথমোক্তের আংশিক ভোট মোদীর দিকে যাবে। মুজফরনগরের দাঙ্গার পর দ্বিতীয়রা এখনও মনস্থির করতে পারেনি। জেডিইউ ও এসপি দুজনেই নিজেদের প্রভাবিত এলাকায় সমর্থন হারাচ্ছে। পায়ের নিচের মাটি হারানোরা কখনই জয়ী হতে পারেনা।

থার্ড ফ্রন্টের অন্যতম শর্ত কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্ব রাখা। কিন্তু সমাজবাদী পার্টি ও জেডিইউ কিকরে তা দাবি করে ? কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে গিয়েই আরজেডির কাছে পরাস্ত হয়েছিল জেডিইউ।এদিকে গত দশ বছর ধরে ইউপিএ সরকারকে গদিতে রেখেছে সমাজবাদী পার্টি।

অবশ্যই বিভিন্ন রাজ্যে কিছু আঞ্চলিক দল রয়েছে। এই সমস্ত আঞ্চলিক দলের কিছু সমর্থনও রয়েছে। নিজের নিজের রাজ্যে কিছু লোকসভা আসন পাবে তারা। অ কংগ্রেসি শূন্যস্থানটা পূরণ করতে পারে এই আঞ্চলিক দলগুলি। এই দলগুলির অনেকগুলিই এনডিএর সরিক ছিল। তাদের রাজনীতি কখনই কংগ্রেসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়।

থার্ডফ্রন্টের মধ্যেও সংঘাত রয়েছে। বাম বনাম তৃণমূল কংগ্রেস,এসপি বনাম বিএসপি, এআইএডিএমকে বনাম ডিএমকে, জেডিইউ বনাম আরজেডি। তারা এমন একটা রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি করছে থার্ড ফ্রন্ট যার সমাধান করতে পারবেনা। থার্ড ফ্রন্টের আদর্শগত কোনও মিলের জায়গা নেই। এমন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি নেই যিনি নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে ফ্রন্টকে স্থায়িত্ব দিতে পারেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের ফুরিয়ে আসা খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা থেকে

অর্থনীতিকে টেনে তুলতে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের পাশাপাশি দরকার বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতা।থার্ড ফ্রন্ট এর বিপরীত গুণগুলিরই প্রতিনিধিত্ব করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএকেই বেছে নেবে, যাদের সরকার গঠনের যথার্থ ক্ষমতা রয়েছে।